দামুড়হুদায় বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ, সাবেক এমপির ভাই আরিফের দখলে

দীর্ঘ চার বছর যাবৎ দামুড়হুদা রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্কুলফিল্ড দখল করে নিজস্ব কাজ চালিয়ে আসছে সাবেক চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপি হাজী আলী আজগার টগরের ভাই আরিফুল ইসলাম আরিফ।

স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ম্যানেজিং কমিটি আরিফের ভয়ে ছিল নিরব। মুখ খুললেই বিপদ। দ্রুত স্কুল মাঠ থেকে পাথর ও তৈরি ব্লক অপসারণ করতে হবে। দীর্ঘদিন খেলার মাঠ দখল করার অপরাধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কতৃপক্ষর নিকট এমনটাই দাবি এলাকাবাসীর।

সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সবেক চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাংসদ সদস্য আলি আজগার টগর এমপির ভাই আরিফুল ইসলাম আরিফের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারিনি। চাপা কষ্টে দিনযাপন করতে হয়েছে।তারা যেটা করেছে সেটাই মাথানিচু করে সহ্য করেছে এলাকার জনসাধারণ । ছাত্র জনতার বৈষম্যবিরোধি আন্দোলনে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সবেক এমপিসহ তার দশভাই এলাকা ছেড়েছে।তখনি গ্রামবাসী মুখ খুলতে শুরু করেছে।দীর্ঘ প্রায় ৪ বছর ধরে আরিফুল ইসলাম আরিফ ব্লক তৈরির জন্য রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি বেচে নেই।খেলার মাঠটি পরিনত হয় কারখানায়। ট্রাক বোঝায় পাথর মিকসার মেশিন খেলার মাঠটি নিজস্ব কারখানা করে কোমলমতি শিশুদের খেলাধুলা থেকে বিরত রাখে। এলাকার যুবকরা প্রতিনিয়ত ফুটবল খেলা করতো কিন্ত দীর্ঘ ৪ বছর ধরে আর ফুটবল খেলা করতে পারে না।এতে যুবসমাজ নষ্টর দিকে ধাবিত হচ্ছে।এ যুব সমাজকে বাঁচাতে আবার আগের মত ফিরে পাবে এমনটিই প্রত্যাশা এলাকাবাসীর।

গ্রামবাসীরা জানায়, সাবেক এমপির ভাই আরিফ নিজের ব্যবসার জন্য এলাকার খেলাপ্রেমি যুবকদের ধংশের পথে ঠেলে দিয়েছে।বিকাল হলে ছেলেরা আসতো ফুটবল খেলতে কিন্ত এই চার বছর ধরে আর ফুটবল খেলতে পারে না।এই বিকালের সময়টা যুবক ছেলেরা অন্য পথে সময় ব্যায় করে। এত দিন আমরা ভয়ে কিছু বলতে পারিনি। আর সহ্য করা যায় না। তাই খেলার মাঠটি পরিস্কার করে আবার ছেলেরা খেলা মুখি করতে হবে।যদি

দূরুত্ব খেলার মাঠটি পরিস্কার না করা হয় তাহলে গণস্বাক্ষর নিয়ে মানববন্ধন করা হবে বলে হুশিয়ারি দেন। সেই সাথে সরকারি খেলার মাঠ দখল করার অপরাধে আইনের আশ্রয় নেওয়া হবে।

আরিফের ম্যানেজার জনি বলেন,আমি কথা বলে আপনাকে জানাবো নিউজ করার দরকার নাই। রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যনেজিং কমিটির সভাপতি সেলিম উদ্দিন বলেন রঘুনাথপুর এমপির গ্রাম আর তার ভাই এই কাজগুলো করছে। আমরা বারবার বলা সত্ত্বেও তাদের মত তারা কাজ চালিয়ে গেছে। আমাদের কথার কোন কর্নপাত করিনি।
রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মেরিনা খাতুন বলেন আমরা বারবার স্যারদেরকে জানাইছি সেই সাথে যারা এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকেও জানিয়েছি কিন্তু কোন কাজ হয়নি। স্যাররা ভিজিটে আসে নিজের চোখে দেখে তারপরও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। আমাদের করার কি আছে। আমরা সব সময় ভয়ে ভয়ে চাকরি করেছি যদি বেশি চাপ দেই তাহলে হয়তো আমাদের এখানে চাকরি করা সম্ভব হতো না।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান বলেন আমরা এতদিন জানতাম না আপনার কাছে জানলাম রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ জানালে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম কিন্তু তিনি কখনোই লিখিতভাবে আমাদেরকে জানায়নি।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন আপনারা স্থানীয়ভাবে ওগুলো সরিয়ে ফেলতে পারেন তা না হলে প্রধান শিক্ষিকা আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনায় বন্যার্ত সহায়তায় অর্থ সংগ্রহে শিক্ষার্থী বৃন্দ

দর্শনায় শিক্ষার্থীরা দেশের বন্যা দুর্গত অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াতে সাহায্যের বক্স হাতে নিয়ে দিন রাত অর্থ সংগ্রহ করছে।

গতকাল রোববার সকাল ১০ টায় দ্বিতীয় দিনের মতো দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা টিম

গঠন করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সহায়তায় বাজারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ত্রাণ সংগ্রহের গণ কর্মসূচি শুরু করেছে।

অর্থ সংগ্রহের কমিটি থেকে জানা যায়,শিক্ষার্থীরা দর্শনা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট,বিভিন্ন মসজিদ,বাজার সহ বিভিন্ন এলাকা,অর্থ সংগ্রহ ছাড়াও শিক্ষার্থীরা স্থানীয় স্কুল, ও কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বন্যার্তদের জন্য কাপড় ও অর্থ সংগ্রহ করছে।

এসময় শিক্ষার্থী রিফাত বলেন- মানুষ হয়েও যদি মানুষের বিপদের সময়ে পাশে না দাঁড়াই তাহলে আমাদের মনুষ্যত্বে কোথায় থাকলো।আমাদের মনুষ্যত্বের জায়গা থেকেই আমরা পানিবন্দি পরিবারের পাশে এসে দাঁড়াব।দেশে বন্যার পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ।বন্যায় গৃহহীন হয়েছে অনেক মানুষ।বর্তমানে বন্যাকবলিত এলাকার বেশির ভাগ মানুষেরাই চরম দুর্ভোগে আছেন। তাদের জন্য সহযোগিতা করতে চাই।

দর্শনা কলেজের শিক্ষার্থী রিয়া বলেন, বন্যার্ত পরিবাররা আজ ভালো নেই।তারা আজ অসহায় হয়ে পড়েছে। এ জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে অর্থ ও কাপড় সংগ্রহ করছি।অর্থ সংগ্রহ শেষে আমাদের দর্শনা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র টিম সেখানে যাব এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করব। বণ্যার্ত মানুষের পাশে দর্শনাসহ দেশবাসীকে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী শিক্ষার্থী রিফাত, অভি, মতিয়ার রহমান মতি,সংগ্রাম, তুর্য, শাকিব, রিয়া, রেশি, অনামিকা প্রমুখ।

দর্শনায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে রাজধানী ষ্টোরে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন তদারকি অভিযান চালিয়ে রেলবাজার রাজধানী স্টোরে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা

হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুর ২ টার দিকে দর্শনা রেল বাজারে অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা জেলার ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

এ সময় দর্শনা রেল বাজারের রাজধানী স্টোরের সত্তা অধিকারী জয়নাল আবেদীনকে বিদেশী প্রসাধনী শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ভাক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় বিক্রি করার অপরাধে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানাসহ একটি টিম এ অভিযানে অংশ নেয়।

দামুড়হুদা চিৎলায় জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা সদরে চিৎলা গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৫ টার দিকে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে এই সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা নায়েবে আমির ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওঃ মো: আজিজুর রহমান।

এসময় তিনি বলেন, স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন আমরা জামায়াতের নেতা কর্মীরা ঠিক মতো একটি রাতো ভালো ভাবে ঘুমাতে পারিনি, একেরপর এক গায়েবি মামলা দেওয়া হতো আমাদের নামে,আর আমরা যখন জেলে যেতাম মনে হতো আমরা বড় সন্ত্রাসী তখন আমাদের জায়গা হতো জেলের মধ্যে আরেকটা জেল তার নাম সেল,আর সেই সেলে থাকাটা খুবই কষ্টকর। তার পরও আমরা জেলে গেছি সম্মানের সহিত এবং বের হয়েছি সম্মানের সহিত। আল্লাহ কোথায় দেখেন আজ সেই স্বৈরাচারী সরকারের এক মন্ত্রী যিনি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ধংসের দ্বার প্রান্তে নিতে সফল হয়েছে, তিনি হলেন স্বৈরাচারী সরকারের প্রথম হলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী তারপর শিক্ষা মন্ত্রী,

শেষে হলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, আমরা প্রথমে মনে করছিলাম উনি মনে হয় ভালো, কিন্তু পরে দেখি ভালো মধ্যে কালো কিন্তু কালোর মধ্যে যে এত কালো আমরা কখনো ভাবতে পারিনি। সেই মন্ত্রীকে যখন আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সাধারণ মানুষ তাকে ঘুষি, লাথি, থুতু মেরে ধিক্কার জানাচ্ছিল, এই হলো কর্মের প্রতিদান।তাই এদের থেকে এই জাতিকে শিক্ষা নেওয়া দরকার, জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম পরিপূর্ণভাবে শান্তি ও সমাধানের জীবন বিধান। আমরা সেই আলোকেই নিজেদেরকে গড়ে তুলি সেভাবেই দলকে, কর্মীদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আমাদের ডিকশনারিতে নাশকতার কোনো স্থান নেই। দীর্ঘদিন পরে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আমরা নতুন করে বাংলাদেশ গড়ার জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। উপজেলার কোথাও কোন নাশকতা ভাঙচুর করা যাবে না, যারা করবে তাদেরকে ধরে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে। সম্পদ নষ্ট করলে তা আমাদের দেশের জন্য মানে আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। আমরা কোথাও কোন নাশকতা হতে দেব না কোথাও কোনো নাশকতার সংবাদ পেলে সাথে সাথে তা জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিহত করতে হবে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আমির মো: আবুল বাশার এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আমির মো: নায়েব আলী, উপজেলা নায়েবে আমির মো: নজরুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারী মাও: মো: আব্দুল গফুর, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মো: রফিকুল ইসলাম জিয়া, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মো: আবেদ উদ্দৌলা। হাউলী ইউনিয়ন আমির মো: ওবায়দুর রহমান, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আমির মো: আব্দুর রশিদ, নাটুদা ইউনিয়ন আমির, মাওঃ ফজলুল হক, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাওঃ আবু হানিফা, মো: মুহসিন আলী, এখতিয়ার রহমান শামসুজ্জুহা মাওঃ আব্দুল খালেক, মো: ইসমাঈল হোসেন, মো: আব্দুল গাফফার, মো: আবুস সাত্তার মো: হাবিবুর রহমান, মো: শামসুল ইসলাম, এ্যাডঃ হাসিবুল ইসলাম সহ জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের অসংখ্য নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা পৌরসভায় বৃক্ষ রোপন উদ্ধোধন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্টিত

গাছ লাগায় পরিবেশ বাঁচাই এ স্লোগানকে সামনে রেখে দর্শনা পৌরসভায় রাস্তার দুই পাশে বৃক্ষ রোপন ও আলোচনা সভা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় দর্শনা রেল বাজার মুক্ত মঞ্চ আবু সাঈদ চত্তরে এ বৃক্ষ রোপন কর্মসৃচী অনুষ্টিত হয়।

বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠানে সচেতন নাগরিক সমাজের আহবায়ক শিক্ষক হারুন জুয়েলের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসার আজিজুর রহমান, এ সময় মুক্ত মঞ্চে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্ভোধন অনুষ্ঠানে বলেন, সবাই বেশি বেশি বৃক্ষ রোপন করে দেশটাকে আরো সবুজায়ন করতে হবে। সেই সাথে সবাইকে এক হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যেতে হবে।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন দর্শনা পৌরসভার কাউন্সিলর রবিউল হক সুমন, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক আল হেলাল রাজা, তারিফ উদ্দিন, শিক্ষক ফারুক আহমেদ, আঃ খালেক ,আঃ হান্নান দূলাল, ডাবলু, জনি, রশিদ, সজল, সজিব ও সচেতন নাগরিক সমাজের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ।

উপস্থাপনা করেন সদস্য বাকী বিল্লাহ।দর্শনা পৌরসভার রেল বাজার থেকে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড রাস্তার দু পাশে বিভিন্ন ধরনের ১শ টি ফুল ও ফলের গাছ লাগানো হয়। এ বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করেন এম.ডি আর্থ মুভিং সলিউশন, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার মুজিবুল হক।

দামুড়হুদায় আলমসাধু পাওয়ার ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

দামুড়হুদা উপজেলার ছোট দুধপাতিলা গ্রামে গরু বোঝায় আলমসাধু ও পাওয়ার ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে ১ জন নিহত হয়েছে ও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ শনিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে একজন মৃত্যু বরণ করে। গত শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে ছোট দুধপাতিলায় রতনের দোকানের সামনে বটতলায় এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যাক্তি হলো দামুড়হুদা উপজেলার বড় দুধপাতিলা গ্রামের মৃত আত্তাব মন্ডলের ছেলে আমিরুল ইসলাম (৬৫) এবং আহত ব্যক্তি হলো একই গ্রামের সেলিম উদ্দিনের ছেলে বিপুল (২৭)। আহত ব্যক্তি বর্তমান চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোট দুধপাতিলা গ্রামে রতনের দোকানের সামনে বটতলায় ধান ঝাড়া মেশিন বোঝাই আলমসাধু ও অপর দিক থেকে গরু বোঝায় পাওয়ার ট্রলি রতনের দোকানের সামনে বটতলা নামক স্থানে এসে পৌঁছালে দুইটা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এ দূর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় এলাকাবাসী এসে দ্রুত তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। আজ শনিবার রাত ১.৩০ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক আমিরুল ইসলামকে পরিক্ষা নিরিক্ষার পরে মৃত ঘোষণা করেন এবং অপর আহত বিপুল চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। গতকাল বাদ জোহরের নামাজ শেষে নিহত ব্যক্তিকে গ্রামের কবরস্থানে দাফন কার্য সম্পূর্ণ করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, এবিষয়ে এখন পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনায় নিহত পল্টু’র ৫ম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় নঈম উদ্দীন আহমেদ পল্টু’র ৫ম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বাদ আছর দর্শনা অন্তর্জাতিক রেল স্টেশনে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন ঈশ্বরচন্দ্রপুর ও দর্শনাবাসী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন মৃত: নঈম উদ্দীন আহমেদ (পল্টু) এর বড় ছেলে মোঃ শাহারিয়ার হক বাঁধন। আলোচনা অনুষ্ঠানে মোঃ আমির হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, মোঃ আজিজুল হক, মোঃ বেল্টু, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ মনজুর, ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল।

এসময় বক্তব্যে বলেন, এ দেশের বিচার বিভাগের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, পল্টু হত্যার সঠিক বিচার চাই। ওই খুনিদের ফাঁসি চাই। আমরা দীর্ঘ ৫ বছর আইনের প্রতি ভরসা করে দেখেছি কোন বিচার পাইনি। তাই আবারও রাজপথে নেমে মানবন্ধন সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় দ্রুততম সময়ে সঠিক বিচার চাই। আর এই খুনিদের যারা মদদদাতা বিশেষ করে এই সংসদীয় আসনের তথা চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক এমপি টগর ও তার ছোট ভাই দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবুর প্রতি ঘৃণা সহ ধিক্কার জানায়। যারা জনপ্রতিনিধির নামে এই দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলার সাধারণ মানুষের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে শোষক হয়ে অসংখ্য মানুষের রক্ত চুষে খেয়েছে। এইতো সেদিনের কথা গত ৪ই আগস্ট সারা দেশের ন্যায় দর্শনাতেও শান্তি পূর্ণ ভাবে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন হয়েছিলো। কিন্তু সেখানে ওই শোষক এমপি ও তার ভায়ের হুকুমে তাদের সেই কুখ্যাত সন্ত্রাস ক্যাডার বাহিনীর প্রধান তোতা ও মান্নানের নেতৃত্বে তার কিছু লোকজন নিয়ে শান্তি পূর্ণ আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে দেশীয় অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় এমনকি সেখানে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য উপস্থিত সাংবাদিকদের কেও হুমকি দেয় সেখানে কোন ভিডিও ধারন করা যাবে না বলে। এমনকি সেই সংবাদ প্রকাশ না করার জন্যেও মোবাইলে হুমকি দেয় এই খুনি তোতা।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, সাইফুল ইসলাম হুকুম, মঈন উদ্দিন আহমেদ মন্টু, খালিদ হাসান মিঠু, মনিরুজ্জামান টুটুল, ইসতিয়াক আহমেদ রানা, অভি, শান্ত, ইমন, রনি, শুভ সহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন, ইসলাম বাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন হাফিজুর রহমান ।

উল্লেখ্য, গত ২৩ আগস্ট ২০১৯ ইং শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা রেল ইয়ার্ডে যুবলীগের মান্নান, তোতা, দিপু, বাংলা, আলম, সোহেল ও আশিক সহ ১০/১২ জন প্রকাশ্যে দেশীয় ও আগ্নেও অস্ত্র সহ দলবল নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে নির্মম ভাবে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত: আব্দুর রউফের ছেলে নঈম উদ্দিন আহম্মেদ পল্টু (৩৫) কে হত্যা ও একই গ্রামের মৃত: ফরজ আলীর ছেলে সাংবাদিক মঞ্জুর আহম্মেদ (৩৬) কে গুরুতর আহত করে। এ ঘটনায় বর্তমানে দর্শনায় চলছে সাধারণ মানুষ সহ সব মহলের মানুষের মাঝে আলোচনা সমালোচনা।

আলমডাঙ্গা উপজেলা সার বিজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্টিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা সার বিজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্টিত হয়েছে। আজ বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিসে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহিল কাফি, উপ-সহকারি কৃষি অফিসার , মৎস্য কর্মকর্তা আশরাফুল আলম, আব্দুর রফিক, কৃষি সম্প্রসারন অফিসার এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ, কমিটির সদস্য আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সার ব্যাসায়ি হাজী রফিক মিয়া, হাজী হারুনার রশিদ, হাজী জনিরুদ্দিন, বীজ ডিলার শেখ আব্দুল জব্বার, দেলোয়ার হোসেন, বিআরডিবি

কর্মকর্তার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নাহিদ হাসান প্রমুখ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন বর্তমান সরকার কৃষকের জন্য সার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আপনারা সার নিয়ে কেউ দুর্নিতি করলে তার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। একজন ডিলার অন্যউপজেলার মানুষের কাছে বেশি মুল্যে সার বিক্রয় করলে সেই সার কৃষি অফিসের কর্মকর্তা আটক করে নিয়ে আসে,পরে নির্বাহী অফিসারের নির্দেশে কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন জব্দ করে।

সভায় জব্দকৃত সার বিক্রয় করে সরকারি কোষাগারে জমাদানের নির্দেশ দেন নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

আলমডাঙ্গায় ভারতের পানি আগ্রাসনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

আলমডাঙ্গা উপজেলা খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের পানি আগ্রাসনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

আজ বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা মডেল মসজিদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে আলতায়েবা মোড়ে সমাবেশ অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি মওঃ আনিসুর রহমান।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজল কুষ্টিয়া জোনের পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম।তিনি বলেন

দীর্ঘ ১৬ বছর দেশে গণতন্ত্র গনতন্ত্র ছিল না,আমরা স্বাধীন ভাবে সমাবেশ করতে পারিনি,কথা বলতে পারিনি,দেশে ছাত্রসমাজের ছেলেরা বৈসম্যবিরোধী আন্দোলন করে সৈরাচরি হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন করে দেশ স্বাধীন করেছে।গত ৫ই আগস্ট ছাত্রজনতার আন্দোলনের ফলে স্বৈরশাসনের পতনের মাধ্যমে দেশে বিপ্লবী ছাত্রসমাজ দেশে

নির্যাতিত জনগন ও মুক্তিকামি মানুষের স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছে। কিন্ত সৈরাচারি সরকারের প্রধান খুনি শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়ে নতুন করে স্বড়যন্ত্র শুরু করেছে। ভারতের মোদি সরকার শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় বসানোর স্বড়যন্ত্র হিসেবে তাদের বাধ খুলে দিয়ে বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর বন্যার সৃষ্টি করেছে,লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ পানি বন্দি। ঐসব অসহায় পানি বন্দি মানুষের সহায়তায় আমরা সর্বপ্রকার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেব।আপনারা যে যতটুকু পারের বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন।তিনি আরও বলেন ভারত যত স্বড়যন্ত্রই করুক আমাদের জীবন থাকতে আমরা তাদের কাছে মাথা নত করব না।বাংলাদেশের সকল তৌহিদি জনতাকে ঐক্যগড়ে তুলতে হবে।

আমরা ডিবি অফিসের ভয়ংকর চিত্র আয়নাঘরের লোমহর্ষক ঘটনা, সাদা পোশাক বাহিনীর দুরন্ত দাপট অসহনীয় আচরণ, নির্যাচিতদের দীর্ঘশ্বাসে ৫ই আগস্ট আসতে সাহায্য করেছে।

আমরা চাই আইন বর্হিভূত হত্যার বিচার হোক, সকল দুর্নীতির বিচার হোক, সরকারের সকল কর্মচারী, পুলিশ প্রশাসনসহ সরকারী সকল দপ্তর রাজনীতি মুক্ত হোক।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন খেলাফত মজলিস জেলা সভাপতি মনিরুজ্জামান,পৌর সভাপতি মওঃ জাকারিয়া হাবিবু, সহ-সভাপতি মওঃ হারিস মোহাম্মদ, খেলাফত মজলিস নেতা মওঃ মুক্তারুজ্জামান, মোঃ ইসাহাক আলী, উপজেলা সহ-সেক্রেটারি মওঃ আব্দুল হামিদ,শ্রমিক মজলিসের জেলা সদস্য শরিফুল ইসলাম, উপজেলা বাইতুল মাল সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফি, পৌর সহ-সম্পাদক শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি

“দেশের বায়ু দেশের মাটি গাছ লাগিয়ে করব খাঁটি” স্লোগানকে সামনে রেখে দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের উদ্যোগে

বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। আজ সকাল ১১ টায় দর্শনা শাহরিয়ার শুভ মুক্ত মঞ্চ চত্তরে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় ।

প্রধান অতিথি রোকসানা মিতা বলেন, দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছাত্র জনতার উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে এটা প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ। আপনারা জানেন সারা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল গুলো এখন বন্যা কবলিত। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এগুলো কিন্তু আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। আমাদের যে পরিমাণ বনভূমি থাকা প্রয়োজন সে পরিমাণ বনভূমি নেই বিধায় পরিবেশের এই বিরূপ প্রভাব। এজন্য আমাদের বেশি বেশি বৃক্ষ রোপন প্রয়োজন। এ ধরনের কর্মসূচিতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করা দরকার সব সময় তা অব্যাহত থাকবে।

কৃষিবিদ রবিউল কবির পল্লব বলেন, একটি দেশে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন সেখানে আমাদের দেশে রয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ বনভূমি । আমারা যতদিন বনভূমি না বাড়াতে পারবো ততদিন আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিবর্তন করতে পারবো না। এজন্য আমাদের সকলকেই বেশি বেশি বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা জানি আমাদের দেশের জলবায়ু আগের মতো নেই গরমের সময় প্রচন্ড গরম হয় এবং শীতের সময় প্রচন্ড শীত। আমাদের ৬ ঋতুর দেশ এখন ২ ঋতু হয়ে গেছে। এর মূল কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। আমরা এটা দূর করতে পারি বেশি করে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে ।

সে সময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন, কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম, ভালোবাসার বন্ধন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আয়নাল হক সহ দর্শনার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ ও গণমাধ্যম কর্মীরা।